ADDRESS OF THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES

EAST WEST UNIVERSITY

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাদশ সমাবর্তন উপলক্ষে
ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি মহোদয়ের ভাষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি., সমাবর্তন বক্তা জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুফিয়া আহমেদ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আহমদ শফি, ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, মিডিয়ার বন্ধুজন, শুভার্থীগণ এবং সর্বোপরি আজকের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদ প্রাত্যাশী আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশের বেসরকারী উচ্চশিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে ধন্য করায় বিদ্যাঅনুরাগী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠাতাগণ তথা ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

১৯৯৬ সালে মাত্র ৬ জন শিক্ষক, ৪ জন কর্মকর্তা কর্মচারী ও ২০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু, নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকান্তে তা প্রায় সাড়ে সাত বিঘা আয়তনের এবং সাড়ে চার লক্ষ বর্গফুটের আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যার এক অনন্য নিদর্শন এই ক্যাম্পাসে, দেশীয় ও বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষার মানদন্ডে স্বনামে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৮০০০ এর বেশী শিক্ষার্থী, ৩৫০ জন শিক্ষক ও ২০০ কর্মকর্তা কর্মচারীর পদচারনায় মুখর। এ অর্জনের কৃতিত্ব আমি প্রথমেই দিতে চাই সেই ১৫ জন শিক্ষানুরাগী, দেশপ্রেমী ব্যক্তিত্বকে, যাঁদের দূরদর্শিতা প্রসূত উদ্যোগ ও উৎসর্গের সম্মিলিত ফসল আজকের এই ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। আয়তন, কলেবর ও ছাত্রসংখ্যার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে বাড়ানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ছাত্রবৃত্তির হার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, সর্বোপরি উন্নত করা হয়েছে শিক্ষার মান। এ অর্জনের প্রত্যক্ষ ভুমিকায় আছেন বিদগ্ধ শিক্ষকমন্ডলী-যাঁদের গবেষনা, সুযোগ্য শিক্ষা, লাগসই চিন্তাধারা ও যথাযথ দিকনির্দেশনায় সমৃদ্ধ হয়েছে

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, মানসিক গঠন, সৃজনশীলতা ও নৈতিক চরিত্র। শিক্ষার্থীদের এই অর্জন তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের মেধা ও শ্রম দিয়ে। উল্লেখ্য যে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ছাত্রবেতনের সঞ্চয় থেকে তৈরী হয়েছে এই বিশাল ও সুরম্য ভবন। এতে কোন ব্যাংক ঋণ নেই; নেই কোন অনুদান। তাই প্রকৃতপক্ষে আজকের স্নাতকগণসহ সকল অগ্রজদের উপহার হিসাবে গড়ে উঠেছে ইস্ট ওয়েস্ট ভবনটি আগামীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

সমবেত সুধী,

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রার প্রারম্ভে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জ্ঞান ও আধুনিকতার মিশেলে যে এক উদার শিক্ষা কার্যক্রমের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, তা আজ পরিণত হয়েছে বাস্তবতায়। সর্বাধুনিক পদ্ধতি ও শিক্ষাসূচী অনুযায়ী পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা-তথা সামগ্রিক মানবচরিত্র গঠনের পরিবেশ-ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে এদেশের শিক্ষানুরাগী সুধীজন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দিয়েছে এক অনন্য গ্রহণযোগ্যতা। বিশেষ করে নয়নাভিরাম ও মনোরম বিস্ময় হাতির ঝিল সংলগ্ন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির মনোমুগ্ধকর হৃদয়স্পর্শকারী ক্যাম্পাস ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী অভিভাবক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠাতাদের গরবের ধন হয়েই থাকবে শাশ্বত কালের ধারায়।

দেশের দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভের অধিকারের কথা বিবেচনা করে আমরা প্রণয়ন করেছি শিক্ষার্থীদের বেতন কাঠামো, মেধাভিত্তিক বৃত্তি, প্রয়োজনভিত্তিক আর্থিক সহযোগিতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য পূর্ণবেতন বৃত্তি প্রদান। গত ষোল বছরে প্রায় চৌত্রিশ কোটি টাকা মেধাবৃত্তি ও প্রয়োজনানুসারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সাড়ে তিন কোটিরও অধিক টাকা মেধাবৃত্তি, মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তি ও প্রয়োজনভিত্তিক আর্থিক সহায়তা হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে জীবনের পরবর্তী প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও যথাযথ ভূমিকা পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে আমাদের যে নিরন্তর প্রয়াস, তারই ফসল এই ক্রমোন্নয়নের ধারা। চলার পথ যে সবসময়ই মসৃন ছিল বা থাকবে তা বলা যাবেনা। তবে আমাদের সম্মিলিত সংকল্প, সৎসাহস ও ত্যাগের মানসিকতাই এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ আমাদের দিয়েছে এক অন্যরকমের গ্রহনযোগ্যতা।

সনদ প্রাত্যাশীগণ,

পিছনে কর্মক্লান্ত কিন্তু উচ্ছল ও আনন্দমুখর স্মৃতির কয়েকটি বছর, সামনে জ্ঞানার্জনের নব নব পথ ও বিশাল এক কর্মময় ভুবনের সোনালী দরজা। জীবনের এই সংগ্রাম ও সফলতার ভ্রমনে যে পথই আপনারা বেছে নিন না কেন, অন্তরে সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকতে হবে মাতৃভূমি ও তার প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতি আপনাদের দায়বদ্ধতার শপথ। উচ্চশিক্ষা ও বর্ণিল কর্মজীবনের সকল অধ্যায়ে আপনারা ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধে উঠে সকল মানবিক গুনাবলীর চর্চা করবেন ও সমাজহিতকর কাজে নিজেদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করবেন, এটাই আপনাদের ঘিরে আমার অবিচল বিশ্বাস। আমরা আরো প্রত্যাশা করি যে জীবনে সফল হওয়ার পাশাপাশি, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্ব পালনে ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে কণ্ঠস্বর সোচ্চার রাখতে কখনো ভুলবেন না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্বেও বন্যা, ক্ষরা, দুর্নীতি ও দারিদ্র পীড়িত এই দেশটিতে আজ বড় বেশি প্রয়োজন সে ধরনের মানুষ যারা বদলে দেয়ার চেতনা ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী। আপনাদের শিক্ষাজীবন ও সমাজ থেকে আহরিত জ্ঞান ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আপনাদের সে পথেই পরিচালিত করবে বলে আশা রাখি। বিশেষ করে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির দ্বাদশতম সমাবর্তনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের শুভক্ষণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারিক প্রক্রিয়ায় ফাঁসির দাবীতে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের কল্যাণকামী অথচ ইস্পাতকঠিন মহাজাগরণের মর্মবাণী আজকের সনদপ্রাপ্ত বন্ধুগণ চিত্তে অনুভব ও কর্মে ধারণ করে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ ও গৌরবে ধন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকিত শুভ, সুন্দর, গণতান্ত্রিক, শোষনমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, কল্যাণরাষ্ট্র বাংলাদেশকে মানব উন্নয়নের উচ্চতম ধাপে পৌঁছে দেবেন সে আশা জানিয়ে রাখলাম।

প্রিয় সনদ প্রাত্যাশী বন্ধুগণ,

সারা বিশ্ব আজ বাংলাদেশের দৃষ্টিনন্দন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও ইহার সামাজিক রূপান্তরের প্রশংসা মুখর। জীবনকে নেড়ে চেড়ে নানাভাবে যাচাই করে নিতে হবে, নিতে হবে উদ্যোগ, ভাবতে শিখতে হবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ব্যর্থতা আসতে পারে তবে সাফল্যের সোপান থেকে এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নবউদ্যমে পরবর্তী উদ্যোগ গ্রহন করাই বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচায়ক। বৃহৎ অর্জনের জন্য বিশাল হৃদয় ও ইতিবাচক চিন্তা চেতনা মনোভাব দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। আশা করি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি আপনাদের সে পথে যাবার শিক্ষা, সাহস ও প্রেরণা দিয়েছে।

প্রার্থনা করি, ছোট ছোট ব্যর্থতা যদি থাকে তাকে পেছনে ফেলে আপনাদের জীবন ভরে উঠবে সফলতার সূর্য কিরণে। শুচি হবে ধরা, ধন্য সমৃদ্ধ হবে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ।

সবাইকে ধন্যবাদ।